শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Minnar Hossain Karikar S/o- Osturali Karikar গ্রাম ও পোঃ বিক্রমপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ গত ইং ১৫/১০/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর Judical Magistrate 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Minnar Hossain Karikar এবং Minnar Hosen Karikar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Md. Jinder Ali Ahmed S/o- Haji Keamat Ali Sekh গ্রাম গোয়াল চাঁদপুর পোঃ- ধুবি নাগাদী, থানা- নাকাশী পাড়া, জেলা- নদীয়া, পঃ বঃ ইং- ০৭/০৭/২৬ Ld. JM 1st Class কৃষ্ণনগর নদীয়া কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Md. Jinder Ali Ahmed ও Jinder Ali Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **ITU GHOSH alias ITU GHOSH (DAS)** পিতা ৺যোগেন্দ্র কুমার দাস নিবাস 81/20A, রিজেন্ট কলোনী, পোঃ+থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-700040. কিছু নথিতে আমার নাম আছে **ITU DAS**, কিছুতে আছে **ITU GHOSH (DAS)**. গত 21.9.2026 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (82917) আমি **ITU DAS** এবং **ITU GHOSH (DAS)** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/11/2026, S.D.E.M., হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 264 নং এফিডেভিড বলে আমি, Latifa Khatun, W/o. Sk. Amir Ali, R/o. Rathsarak, Guptipara, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের পাসপোর্টে পুত্রের সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh-এর পরিবর্তে Ali Amrin Amir এবং পুত্রের ভিসা (VISA)-তে পুত্রের সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh-এর পরিবর্তে Amrin Amir Ali লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Amrin Amir Ali Sekh, Ali Amrin Amir ও Amrin Amir Ali S/o. Sk. Amir Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Manik Santra, S/o. Bishwanath Santra, R/o. Vill Nengura Nilarpur, P.O. Charpur, P.S. Jangipara, Dist. Hooghly, Pin 712706, W.B., have changed my Name from Mandik Santra to Manik Santra, vide Affidavit No. 21922, dated 02.11.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Serampore Court. Henceforth, I shall be known as Manik Santra instead of Mandik Santra and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Manik Santra and Mandik Santra S/o. Bishwanath Santra both are the same and one identical person.

গত 04/11/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 42 নং এফিডেভিট বলে আমি Barun Barui S/o. Nalin Barui ও Barun Kr Barui S/o. M Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/11/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 11258 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk. Asgar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Belayet Ali S/o. Rajab Ali, Sk. Bilayet S/o. Rajab Ali & Sekh Bilayet Ali S/o. Rajab Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24605 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanjay Agarwalla S/o. Santosh Kumar Agarwalla ও Sanjoy Agarwalla S/o. S. Agarwalla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, BIJAY SHA, son of Late Kishor Sha, aged about 38 years, residing at 4, Kumar Patty Lane, Post Office & Police Station - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712201, West Bengal. My actual and correct name is BIJAY SHA which is clearly recorded in my Aadhaar Card, PAN Card and Voter ID Card but my name wrongly recorded as BIJOY SHA in my Driving License instead of BIJAY SHA, so I hereby declare The Court of LD. Executive Magistrate at Serampore, Hooghly vide Affidavit No. 18542, dated 03.11.2026, BIJAY SHA and BIJOY SHA both are same and one identical person. That the statement made above are true to the best of my knowledge and belief.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে জেলা হুগলি, থানা উত্তরপাড়া, পোঃ ভদ্রকালী, হোল্ডিং নং ২/৫ রামলাল দত্ত রোডে (মূল হোল্ডিং নং ৫ রামলাল দত্ত রোড থেকে বিভক্ত), জে.এল. নং ৯, মৌজা ভদ্রকালীর সীমানার মধ্যে ১৬০ নং খতিয়ান, সেটেলমেন্ট প্লট নং ১০৪০ এর অন্তর্ভুক্ত ৭৬০ বর্গফুট এলাকার ২য় ফ্লোরের পূর্ব দিকে অবস্থিত ৬ নং ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে রিটজ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এবং অশোক কুমার পালের মধ্যে ২৫.১১.১৯৯৯ তারিখের আসল ডিড অফ কনভিয়েন্স, যা শ্রীরামপুরে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং ১৯৯৯ সালের জন্য ৫৪০৯ নং হিসাবে বুক নং ১, ভলিউম নং ১৩৩, ২১৩ থেকে ২২২ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে, তা আমার মক্কেলের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে এবং/অথবা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে এবং এই বিষয়ে, ২৯.১০.২০২৬ তারিখের জিডিই নং ২৬৪৫ অনুযায়ী জোড়াবাগান পুলিশ স্টেশনে একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ উক্ত আসল ডিড অফ কনভিয়েন্স খুঁজে পান বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে অনুগ্রহ করে এটি জমা দিন এবং/অথবা এই তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে আপত্তি বা দাবি জানান এবং এরপর কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

এ.কে. চৌধুরী
অ্যাডভোকেট,
১০, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, রুম নং ২১,
১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ৯৮৩১০৮৯৪১২

AFFIDAVIT

I, **Fajlur Haque** S/O Rabbar Sk residing at Vill.- Patharghata, P.O.-Shankarpur Dharampur, P.S.- Hariharpara, Dist.- Murshidabad, PIN- 742166 do hereby declare vide affidavit serial no. 529 dated 12.10.2026 in the Court of Ld. Sub Divisional Executive Magistrate/ 1st Class at Berhampore that my actual and correct name is Fajlur Haque and my father's actual and correct name is Rabbar Sk and it is recorded in my Aadhaar, Ration and PAN Card but my father's name has been written as Rabbani Sekh in my Ration Card, in my my PAN Card and my name has been written as Sekh Fajlu and my father's name has been written as Rabbani in my EPIC being no. WB/09/062/282613. Fajlur Haque and Sekh Fajlu i.e. myself am the same and one identical person whereas Rabbar Sk, Rabbani Sekh and Rabbani i.e. my father is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমার মক্কেল **তন্ময় ঘোষ**, পিতা - তপন ঘোষ, সাং - মুক্তারপুর, পোঃ - বানেশ্বরপুর, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৫। আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চাহেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তির বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো যদি কোনরূপ আপত্তি বা বক্তব্য থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত লিখিত আকারে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় ধার্য্যদিনের পর কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য হইবে না।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা- বলাগড়ের অধীনস্থ, সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জে.এল. নং ১১৮, মৌজা- সিজা, এল.আর খতিয়ান নং ১২৯৩, এল.আর দাগ নং ৩৪৭, শ্রেণী- দোকান, পরিমাণ ০.৩০ শতক তদুপরিস্থিত ১৩০ বর্গফুটের পুরাতন দোকানঘর।

তাং - ০৫/১১/২০২৬

চৌধুরী মহম্মদ জয়নাল আবেদিন
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস্ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী
মোঃ - ৭২৭৮০৬৩৪০২

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুব্রত দাস**, পিতা শ্রী গোপীনাথ দাস, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ২৪/০৮/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-06382/2021** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুরজিৎ দাস**, পিতা শ্রী গোপীনাথ দাস, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-11002/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রুপা সিং**, স্বামী শ্রী শ্রীকান্ত সিং, সাকিম খুড়িগাছি মেনরোড, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে.এল. নং সাবেক 178 তথা হাল 76, হাল এল.আর ৬৫৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭৮৩ নং দাগে, পোলট্রী ষোল আনায় ৫৫ শতক তন্মধ্যে **০১ কাঠা ০১ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০১৬৫ একর**, বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী রুপা সিং**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও **পোলবা-দাদপুর ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী সুরজিৎ দাস, আমমোক্তার**

আমার মক্কেল শ্রী অমিত বিশ্বাস বিগত ইংরাজী ২০২৬ সালে শ্রীরামপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯০ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে, শ্রী পরেশনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে খরিদ করেন। মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নম্বর ৪, আর.এস. দাগ নম্বর ৬৪৩, এল.আর. দাগ নম্বর ৬৭৮, আর.এস. খতিয়ান নম্বর ২৪১০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ১১৯০৮, শালি জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে শ্রী সুশান্ত সাঁতরাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার নম্বর ১১৯৫/২৫, যাহা এ.ডি.এস.আর.-শ্রীরামপুর অফিস রেজিষ্ট্রী হয়। উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলটির নাম পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

প্রসূন কুমার গুপ্ত
এ্যাডভোকেট
F/998/875/99

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি সাহিনা বিবি আয়েশা সাফুঁই বিগত ইংরাজি ২০২১ সালে এ.ডি.এস. আর. ডায়মন্ড হারবার সাব রেজিষ্ট্রার অফিস হইতে ২০৬৫/২০২১ নং বিক্রয় দলিল মূলে খলিলুর রহমান ফকির, মোঃ সহিদুল ইসলাম সর্দার, ওয়াহিদা বিবি, মানসুরা বিবি, আঙ্গুরা বিবি, সাবিনা বিবি পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং জালাল ফকির নিকট হইতে জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, মৌজা-রেখা জে. এল. নং- ৭৪, বর্তমান এল আর. - ৮২, খতিয়ান-২১৬, ২২০, ২২১, দাগে ১২.১০ শতক জমি নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করি যাহা করিম বক্স ফকিরের ওয়ারিশগন খতেজা বিবি, মকসুদ বিবি নিকট হইতে মোঃখলিলুর রহমান ফকির, বিগত ইংরাজি ২০০১ সালে ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হইতে ১৬৫৩/০৭ নং দলিল মূলে প্রাপ্ত হন। উক্ত কোবলা দলিলে খলিলুর রহমান ফকির ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিষ্ট্রী অধীনে ২০১২ সালে ০০৪৩ নং আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত জালাল ফকিরকে স্বাক্ষর করেন এবং করিম বক্স ফকিরের কন্যা মৃত মনুজান বিবি ওয়ারিশগণ মোঃ সহিদুল ইসলাম সর্দার, ওয়াহিদা বিবি, মানসুরা বিবি, আঙ্গুরা বিবি, সাবিনা বিবি ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিষ্ট্রী অধীনে ২০১৪ সালে ০০১২৩/১৪ নং আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত জালাল ফকিরকে স্বাক্ষর করেন, উক্ত সম্পত্তি মিউটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার ২ নং বি.এল. এন্ড এল.আর. অফিস আধিকারিক মহাশয়ের নিকট আপিল দাখিল করিতে পারেন, অন্যথায় সম্পত্তি আইনানুক কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উৎসবের মরশুমে গঙ্গার ঘাটে কড়া নজরদারি, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন পুরমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন, ছটপুজো আর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলোতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। এই উৎসবের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বুধবার কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট ঘুরে দেখলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও মন্ত্রী উমেশ রাই। কলকাতা-হাওড়া দুই পাড়ের সব ঘাটের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন, তা নিজের চোখে খতিয়ে দেখতেই এই বিশেষ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই পরিদর্শনে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তথ্য ও



সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের দুই কমিশনার এবং রিভার পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। উৎসবের দিনগুলোতে ঘাটগুলোর পরিচ্ছন্নতা কেমন থাকবে, আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কি না, নিরাপত্তা কতটা সঠিক আছে এবং মানুষের যাতায়াতের রাস্তা ঠিক আছে কি না, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এদিন খুঁটিয়ে দেখা হয়। গঙ্গার ঘাটগুলো ঘুরে দেখার পর এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী উমেশ রাই জানান, উৎসবের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। পুণ্যার্থীরা যাতে অত্যন্ত সুরক্ষিত পরিবেশে এবং নির্বিঘ্নে সমস্ত ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করতে পারেন, তার জন্য সবরকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। জননিরাপত্তা ও জনস্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উৎসবের দিনগুলিতে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উৎসবের দিনে যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের ও পুলিশকর্মীদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে ছটপুজোর পুণ্যস্নানের সময় যাতে ঘাটগুলোতে ভিড় সামলানো যায় এবং রিভার পুলিশ যাতে ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকে, সেই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।



শহিদ মিনার ময়দানে আয়োজিত অস্থায়ী বাজি বাজার পরিদর্শন করলেন দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, দমকলের ডিজি অনুজ শর্মা এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। ছবি- অদিতি সাহা

১৩ নভেম্বর আরও ৭ লক্ষ ২০ হাজার প্রকল্প উপভোক্তার ব্যাঙ্কে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৩ নভেম্বর আরও ৭ লক্ষ ২০ হাজার পশ্চিমবঙ্গ আবাস প্রকল্পের উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাঠাবে রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ওই দিন প্রায় ৪,২০০ কোটি টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের সরকারের সময় প্রথম কিস্তি পাওয়া ১০ লক্ষ ২০ হাজার আবাস উপভোক্তাকে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দিয়েছে। এবার আরও ৭ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তাকে সেই সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে। আবাস প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উপভোক্তাদের অতিরিক্ত সুবিধাও দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তারা 'ভিবি রামজি' প্রকল্পের আওতায় ৯০ দিনের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়ির জন্য ১২ হাজার টাকা করে শৌচালয় নির্মাণের সহায়তাও দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আবাস প্রকল্প-সহ একাধিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অর্থ একযোগে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। তাঁর বক্তব্য, নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।



বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন জেএসডব্লিউ গ্রুপের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল।

রোজভ্যালি আর্থিক প্রতারণা মামলায় আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোজভ্যালি আর্থিক প্রতারণা মামলায় আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়ায় নতুন গতি আনতে উদ্যোগী হয়েছে হাইকোর্ট গঠিত সম্পদ নিষ্পত্তি কমিটি (এডিসি)। আগামী ৬ মাসের মধ্যে সুদ-সহ ৪৯২ কোটি টাকার বেশি প্রকৃত আমানতকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ কুমার শেঠের নেতৃত্বাধীন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। কমিটির দাবি, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিতরণ করা সম্ভব হয়নি প্রায় ৪২৩ কোটি টাকা। সেই অর্থ বর্তমানে বেড়ে ৪৯২.৫২ কোটিতে পৌঁছেছে। এডিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে কমিটি গঠিত হলেও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, জনবলের অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দীর্ঘ সময় কাজ কার্যত এগোয়নি। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে দপ্তর, ওয়েবসাইট এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামো পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হওয়ার পর সম্পত্তি বিক্রি ও আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ শুরু হয়। প্রথম দফায় অর্থ বিতরণ করা হয় ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর। তবে পরে দেখা যায়, পুরনো ওয়েবসাইটে অধিকাংশ কাজ হাতে-কলমে করতে হওয়ায় মাসে মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার দাবির নিষ্পত্তি সম্ভব হচ্ছিল। ওই গতিতে প্রায় ৩২ লক্ষ দাবির নিষ্পত্তি করতে তিন দশকেরও বেশি সময় লেগে যেত। সেই পরিস্থিতি কাটাতে ২০২৫ সালের জুনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্টক হোল্ডিং ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (এসডিএমএস)- এর সঙ্গে চুক্তি করে ওয়েবসাইট আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়। আদালতের অনুমোদনের পর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন পোর্টাল চালু হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে প্রতিটি ব্যাঙ্ক কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৩,০০০টি দাবি নিষ্পত্তির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, যা টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করবে বলে কমিটির আশা। এডিসি জানিয়েছে, সম্পত্তির মূল দলিলের অভাব, মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ এবং বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে সম্পদ বিক্রি ও অর্থ উদ্ধারের কাজ দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়েছিল। তবে আদালতের নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সহযোগিতায় সেই প্রক্রিয়া এখন অনেকটাই এগিয়েছে। সম্পত্তি বিক্রির পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া অর্থ দ্রুত আমানতকারীদের মধ্যে পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বাংলার বাজি শিল্পে সুখদেবের সবুজ স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার বাজি শিল্পকে শিবাকাশির মতো উন্নত জায়গায় পৌঁছে দিতে চান প্রদেশ আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুখদেব নস্কর। তাঁর উদ্যোগেই পরিবেশবান্ধব বাজি উৎপাদনের পাশাপাশি শিল্পের পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে গঠিত সংগঠনের মাধ্যমে নিরি-র (ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) বিজ্ঞানীদের এনে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের। ক্লাস্টার তৈরির জন্য প্রায় আট বিঘা জমি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হলেও সেই প্রকল্প এখন বিশ বাঁও জলে। তবে উদ্যোগ থামাননি সুখদেব। নিজের সংস্থা এমটি ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব আতশবাজি তৈরি করছেন তিনি। মহেশতলায় তৈরি সেই বাজি পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যেও। নতুন সরকার ক্লাস্টার তৈরির কাজে এগিয়ে এলে বাংলার বাজি শিল্পের চেহারা বদলাতে পারে বলে আশাবাদী তিনি। তাতে শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি উপকৃত হবেন কয়েক হাজার শ্রমিক।

শহরের মুকুটে নতুন পালক, ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণে রাজ্য সরকারের যুগান্তকারী পরিকল্পনা



দেবাশিস দে

কলকাতা: রাজ্যের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভোল বদলে দিতে ফের এক ঐতিহাসিক ও সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেড থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত নতুন ভূগর্ভস্থ মেট্রো লাইন নির্মাণের এক মহা-পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সুবিশাল পরিকাঠামো রূপায়ণে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা পিএমও দপ্তরে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের রূপরেখা ও স্বপ্নের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ডায়মন্ড হারবার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে ভূগর্ভস্থ মেট্রো চালানোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে ওই মেট্রো রুটের উপরের অংশে একটি প্রশস্ত চার লেনের হাইওয়ে, পথচারীদের জন্য হাঁটার রাস্তা এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সুষম সৌন্দর্যায়ন বা 'রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট'-এর পরিকল্পনাও সাজানো হয়েছে। তাঁর কথায়, এটি কেবল একটি সাধারণ রেল প্রকল্প নয়, বরং যাতায়াত ব্যবস্থার সার্বিক আধুনিকীকরণের এক বিশাল পরিকল্পনা, যা ইতিমধ্যে পিএমও দপ্তরের কাছে পেশ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, এই মেগা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও স্টেকহোল্ডারের সক্রিয় সমন্বয় প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এলাকার বেশিরভাগ জমি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীন হওয়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইসঙ্গে রেল দপ্তর, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন, পূর্ত এবং পরিবহণ দপ্তরকে যৌথভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। যেহেতু এটি একটি বিশাল বাজেটের কর্মযজ্ঞ, তাই বড় মাপের পরিকাঠামো নির্মাণে সিদ্ধহস্ত সরকারি সংস্থা এনবিসিসি-কে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়েও রাজ্য সরকার ইতিবাচক ভাবনা রাখছে বলে তিনি জানান।

রাজ্য সরকারের এই দূরদর্শী পরিকল্পনা কার্যকর হলে শহরতলি ও দক্ষিণবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন সফর অত্যন্ত দ্রুত ও যানজটমুক্ত হবে। পাশাপাশি অর্থনীতি ও বাণিজ্যে নতুন গতি সঞ্চারিত হবে। জনকল্যাণ ও পরিকাঠামো বিকাশে রাজ্য সরকারের এই সক্রিয় উদ্যোগ এখন কেন্দ্রীয় স্তরের দ্রুত অনুমোদন এবং যৌথ রূপায়নের অপেক্ষায়।

হালিশহরে চলল বুলডোজার, খেলার মাঠ দখল করে নির্মাণ ভাঙল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবনগরে রয়েছে ভ্রাতৃ সংঘের খেলার মাঠ। একটা সময় ওই মাঠে খেলার জন্য ভিড় জমাতেন এলাকার যুবকরা এবং কচিকাঁচারা। অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় জমি হাঙরেরা খেলার মাঠ দখল করে নিয়ে সেই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। মাঠের পাশে একটি বাড়ি মাথাও তুলেছে। আরেকটি প্লট পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। যদিও বীজপুরের ক্রীড়াপ্রেমী বিধায়ক সুদীপ্ত দাস মাঠটিকে পুনরুদ্ধার করে খেলার পরিবেশ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন। বুধবার হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি এবং পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে খেলার মাঠের ধারে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি জানান, প্রাক্